আনন্দবাজার পত্রিকা ১০ ভাদ্র ১৪১৪ সোমবার ২৭ অগস্ট ২০০৭

‘মুক্তি’র সন্ধান দিচ্ছেন জার্মানির প্রবাসী ছাত্রেরা

নিজস্ব সংবাদদাতা ✧ বাঁকুড়া

চ্যাট করতে করতেই মিলে গিয়েছিল পথ। স্বপ্ন দেখার, স্বপ্ন দেখানোর। জার্মানিতে গবেষণারত বাঁকুড়ার তিন যুবকের যোগাযোগ হয়ে যায় অনাবাসী ভারতীয়দের সংস্থা ‘মুক্তি’র সঙ্গে। সেই কাজের শুরু। চার বছর আগে সুন্দরবনে, আর এ বার বাঁকুড়ায় দুঃস্থ মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের পাশে এসে দাঁড়াল ‘মুক্তি’।

সম্প্রতি বাঁকুড়ায় এক অনুষ্ঠানে সংগঠনের তরফে জেলার মাধ্যমিক উচ্চমাধ্যমিক উত্তীর্ণ ১৫ জন ছাত্রছাত্রীর হাতে উচ্চশিক্ষার জন্য টাকা তুলে দেওয়া হল। উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলাশাসক (জেলাপরিষদ) কানাইলাল মাইতি। তিনি বলেন, “শুধু অর্থাভাবেই বহু মেধাবী ছাত্রছাত্রীর পড়া বন্ধ হয়ে যায়। মুক্তির সহায়তায় এ বার হয়তো ওদের স্বপ্নভঙ্গ হবে না।” সে কথা মানছেন পড়ুয়ারাও। যেমন, ওন্দার কামারকাটা গ্রামের গণেশ। মাধ্যমিকে ৭৫ শতাংশ নম্বর পেয়েও বিজ্ঞান নিয়ে পড়তে পারেনি। কারণ, বাবার পান গুমটির সামান্য আয়ে তা সম্ভব ছিল না। তাই কলা বিভাগেই ভর্তি হতে হয়েছে। কিন্তু তার মধ্যেও এই টাকা হাতে পেয়ে শিক্ষক হওয়ার স্বপ্ন দেখছে গণেশ! বিষ্ণুপুরের প্রকাশঘাট গ্রামের রাজমিস্ত্রির মেয়ে রশিদা খাতুন জানাল, ওই টাকায় পাঠ্য বই আর স্কুলের পোশাক কিনতে চায়। ওই গ্রামেরই তুয়াসিন মল্লিক মাধ্যমিকে ৮৫ শতাংশ পেয়ে পলিটেকনিকে ভর্তি হয়েছিল বটে, কিন্তু অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ নিয়ে আশঙ্কা ছিল তার। বলল, “আগে ভাবতাম যত তাড়াতাড়ি পারব চাকরি করব। দাদাদের পাশে পেয়ে মনে হচ্ছে আরও লেখাপড়া করে বড় ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার স্বপ্ন দেখতে পারি।” সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, কলা বিভাগে পড়াশোনার জন্য বছরে পাঁচ হাজার টাকা এবং বিজ্ঞান বিভাগের জন্য বছরে দশ হাজার টাকা আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে।

অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন, জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্টে 'ম্যাক্সপ্ল্যাঙ্ক রিসার্চ ইন্সটিটিউট'এ বায়োটেকনোলজি নিয়ে গবেষণারত ইঁদপুরের বাঁশিডি গ্রামের চিন্ময় পাত্র। তিনি বললেন, "বছরখানেক আগে জার্মানিতে গিয়ে ইন্টারনেটে 'মুক্তি'র সন্ধান পাই। তখনই স্থির করি দরিদ্র মেধাবী ছাত্রদের জন্য কিছু করব। সুন্দরবনের রায়দিঘি এলাকায় কাজ শুরু করি। ওখানে 'বুক ব্যাঙ্ক' চালু হয়। নিজের জেলায় এই প্রথম কাজ করতে পেরে খুব ভাল লাগছে।"
চিন্ময়বাবু ছাড়া বাঁকুড়ার আরও দুই প্রবাসী ছাত্র বিষ্ণুপুরের অনির্বাণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বোলিয়াতোড়ের অনির্বাণ কর অবশ্য অনুষ্ঠানে হাজির থাকতে পারেননি। টেলিফোনে অনির্বাণ কর বলেন, "খুব ইচ্ছা ছিল আমার জেলায় প্রথম অনুষ্ঠানে হাজির থাকব। হল না। ওই দরিদ্র ভাইবোনেদের আমার হয়ে জানিয়ে দেবেন, আরও ভাল ফল করে স্বাবলম্বি হতে হবে।" সংস্থার সভাপতি আমেরিকার একটি সফ্টওয়্যার সংস্থার ইঞ্জিনিয়ার শঙ্কর হালদারও বিদেশ থেকে নিয়মিত খোঁজ নিয়েছেন। তিনি জানান, 'মুক্তি'র উদ্দেশ্য মানুষকে স্বাবলম্বি করা। আজ 'মুক্তি' যাঁদের পাশে দাঁড়াচ্ছে, ভবিষ্যতে তাঁরাও যেন এ ভাবেই অন্যদের পাশে দাঁড়ায়, এটাই তাঁর আশা।